খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে সন্দেহ

(Doubts in Believer's Life)

লূক লিখিত সুসমাচার ১ অধ্যায় ১৩-২৫ পদ

গত সপ্তাহে আমরা ঈশ্বর-ভক্ত দম্পতি সখরিয় ও ইলীশাবেৎ-এর আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন গুণের বিষয় শিখেছি। আমরা দেখেছি, যাজক হিসাবে সখরিয় কতখানি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক জীবনের অধিকারী ছিল। ১:৬ পদে তাদের সম্বন্ধে এমন কথা বলা হয়েছিল, *"তারা দু'জন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক ছিল, প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলত।"* আজ আমরা বিশ্বাসী সখরিয়ের জীবনের অন্য একটি দিক দেখতে চলেছি। আর সেই দিকটি হল, বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও, সে যখন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় সত্য আস্থা রাখার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, তখন কিন্তু সে সেই প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ করেছিল। বিশ্বাসী আমাদের জীবনে সন্দেহকে যেন আমরা অসম্ভব বিষয় জ্ঞান না করি। বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় আমাদের দুর্বল বিশ্বাস সন্দেহের কাছে পরাজিত হয়। যখন সন্দেহ আমাদের কষ্ট দেয়, তখন তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের মধ্যে কোনও বিশ্বাস নেই। না, তা ঠিক নয়, আমাদের মধ্যে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, সেই বিশ্বাস দুর্বল হওয়ায়, আমরা সন্দেহের উপর জয়লাভ করতে পারি না। সখরিয় প্রকৃত বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু সে-ও সন্দেহ করেছিল। আর তাই বিশ্বাসী আমাদের সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। আসুন, **সখরিয়ের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, সেই প্রতিজ্ঞার প্রতি সখরিয়ের অবিশ্বাস**, এবং **সেই অবিশ্বাসের পরিণাম** থেকে বিশ্বাসী আমরা কীভাবে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের মোকাবিলা করব, তা শিক্ষা করি।

ক। <u>সখরিয়ের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা</u>: ১৩ পদে স্বর্গদূত সখরিয়কে ভয় করতে নিষেধ করেছে এবং তার প্রার্থনা গ্রাহ্য হবার কথা বলেছে। সন্তান লাভের যে প্রার্থনা সখরিয় এক কালে করেছিল, সেই প্রার্থনার উত্তর দানের কথা সখরিয়কে জানাতে ঈশ্বর দূতকে প্রেরণ করেছেন। আর তাই দূত তাকে আরও জানাল, *"তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবে, ও তুমি তার নাম যোহন রাখবে"* (১৩খ)। এখন, যেহেতু এই সন্তান আর পাঁচ জন সাধারণ সন্তান থেকে পৃথক হবে, তাই ঈশ্বর তার জন্মের পূর্বেই তার সম্বন্ধে সখরিয়কে জানিয়েছেন। ১৪-১৭ পদে, এই পুত্র-সন্তানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা সখরিয়কে জানানো হয়েছে।

(১) সেই সন্তান আনন্দ ও উল্লাসের কারণ হবে। ১৪ পদে বলা হয়েছে, *"আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হবে, এবং তার জন্মে অনেকে আনন্দিত হবে।"* বৃদ্ধ বয়সে এই সন্তান লাভের কারণে সখরিয়ের আনন্দ হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা হবার কারণে সেই সমাজে যে দুর্নামের অধিকারী ছিল, তা যেহেতু ঘুচতে চলেছে (২৫ পদ), তাই এই পুত্র তাদের আনন্দের কারণ হতে বাধ্য। কিন্তু কেবল সখরিয় ও ইলীশাবেৎ নয়, অন্য লোকেরাও এই সন্তানের জন্মে আনন্দিত হতে চলেছে। ১:৫৮ পদে আমরা দেখতে পাই, যোহনের জন্মে তাদের প্রতিবেশি ও আত্মীয়রা তাদের সঙ্গে আনন্দ করেছিল। সেই পুত্রের কেবল জন্মের সময়ে নয়, কিন্তু সেই পুত্র বড় হয়ে যখন প্রভুর পরিচর্যা করবে, তখনও অনেক মানুষ তার জন্মের জন্য প্রভুর ধন্যবাদ করবে। কারণ তার পরিচর্যার মাধ্যমে অনেক মানুষ অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরবে (৭:২৯); এবং অন্যরা তাকে অন্ততঃ ভাববাদী বলে স্বীকার করবে (মথি ২১:২৬)।

১৬ পদে আরও বলা হয়েছে, *"ইজ্‌রায়েল সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাবে।"* ইজ্‌রায়েল যদিও তার প্রভুকে অস্বীকার করেছে, তাঁকে ত্যাগ করেছে; কিন্তু তাদের প্রভু তাদের ভুলে যাননি। তিনি এখনও নিজেকে তাদের ঈশ্বর জ্ঞান করেন, তাদের জন্য গভীর ভাবে চিন্তা করেন। তারা তাঁর চুক্তিবদ্ধ জাতি হওয়ায়, তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ দাবি আছে এবং তাদের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ বর্তমান। এই কারণেই তিনি তাদেরকে ফেরাতে তাঁর পুত্র, তথা মশীহকে পাঠাতে চলেছেন; এবং সেই মশীহের অগ্রদূত করে যোহনকে পাঠাতে চলেছেন। সেই যোহন যখন আসবে ও প্রভুর পরিচর্যা করবে, তখন তা অনেককে প্রকৃত আনন্দ দেবে।

(২) সেই সন্তান প্রভুর সামনে মহান হবে (১৫ক)। এই যোহন বাপ্তাইজক সম্বন্ধে যীশু নিজে আগামী দিনে এমন কথা বলতে চলেছেন, *"স্ত্রীলোকের গর্ভজাত*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক থেকে মহান কেউ-ই উৎপন্ন হয়নি'' (মথি ১১:১১)। যোহন সম্বন্ধে যীশু এমন মন্তব্য করেছিলেন কারণ, যোহন ছিল সেই ব্যক্তি, যার বিষয় এমন ভাববাণী করা হয়েছিল যে, সে মশীহের আগমনের পূর্বে তার অগ্রদূত হয়ে আসবে ও লোকদেরকে তাঁর জন্য প্রস্তুত করবে (যিশাইয় ৪০:৩)। এই কারণে, যীশুকে মশীহ হিসাবে সনাক্ত করে যোহন তার শিষ্যদেরকে যীশুর বিষয় এমন কথা বলেছিল, *"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার নিয়ে যান''* (যোহন ১:২৯)। এখন, মশীহের অগ্রদূত হবার কারণে, তাঁকে চিনিয়ে দেবার পর যোহন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, যীশুর প্রতিই লোকদের আকৃষ্ট করেছে, *"ওনাকে বৃদ্ধি পেতে হবে, আমাকে হ্রাস পেতে হবে''* (যোহন ৩:৩০)। হ্যাঁ, যীশুর অগ্রদূত হবার কারণে এবং অগ্রদূতের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করার কারণে যোহন প্রভুর সামনে মহান হয়েছিল।

যোহনের সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে যে, সে *"দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করবে না, আর সে মায়ের গর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবে''* (১৫খ)। ইলীশাবেৎ-এর গর্ভে যে পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করতে চলেছে, সে মায়ের গর্ভ থেকেই দ্রাক্ষারসে পূর্ণ না হয়ে, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবে (প্রেরিত ২:১৫-১৭; ইফিষীয় ৫:১৮)। অর্থাৎ, সেই সন্তান জাগতের কোনও উৎস থেকে নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার কাছ থেকে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করবে। এই বর্ণনা থেকে আমরা যোহনকে নাসরীয় *(Nazirite)* হিসাবে চিন্তা করতে পারি। গণনা পুস্তক ৬ অধ্যায় অনুসারে, ইজ্রায়েলের মধ্যে যখন কোনও পুরুষ বা স্ত্রী নাসরীয় ব্রত গ্রহণ করত, তখন তাকে (১) সেই ব্রতের সময় দ্রাক্ষারস ও সুরা থেকে পৃথক থাকতে হত, এবং (২) সেই ব্রত শেষ হবার দিন পর্যন্ত তার মাথায় ক্ষুর উঠত না। শিমশোনের ক্ষেত্রে দুটি শর্তই পালন করা হয়েছিল (বিচার ১৩:৭; ১৬:১৭)। কিন্তু শমূয়েলের ক্ষেত্রে কেবল মাথায় ক্ষুর না ওঠার বিষয় আমরা দেখতে পাই (১শমূয়েল ১:১১)। এখানে যোহন বাপ্তাইজকের ক্ষেত্রে কেবল দ্রাক্ষারস ও সুরা না পান করার কথা বলা হয়েছে। এখন, আমরা জানি যে, যাজকরা মন্দিরে কেবল তাদের পরিচর্যার সময় দ্রাক্ষারস পান থেকে বিরত থাকত (লেবীয় ১০:৯); এবং যারা নাসরীয় ব্রত গ্রহণ করত, তারা কেবল তাদের ব্রতের সময় দ্রাক্ষারস ও সুরা পান করত না (গণনা ৬:৪-৫); কিন্তু এখানে যোহনের বিষয় বলা হয়েছে যে, সে তার সারা জীবনে দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করবে না। তাই, আমরা যোহন বাপ্তাইজককে সারা জীবনের জন্য প্রভুর পরিচর্যার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ও পৃথকীকৃত বা নাসরীয় হিসাবে চিন্তা করতে পারি।

(৩) সেই সন্তান প্রভুর জন্য প্রজাদের প্রস্তুত করবে। ১৭ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, *"প্রভুর জন্য সুসজ্জিত এক প্রজামণ্ডলী প্রস্তুত করতে পারে।''* যোহন যেহেতু মশীহের অগ্রদূত, সেইহেতু যোহন তার প্রভুর আগমন ঘোষণা করতে চলেছে এবং তার প্রভুকে লোকদের সঙ্গে পরিচিত করতে চলেছে। লোকদেরকে পাপস্বীকার করতে বলে ও মনপরিবর্তনের জন্য তাদের বাপ্তিস্ম দিয়ে যোহন তাদের মশীহের জন্য লোকদের প্রস্তুত করবে (৩:৪-৫)।

যোহনের এই কাজকে আরও পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করতে গাব্রিয়েল দূত আরও বলেছে, *"সে তাঁর (প্রভুর) সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে গমন করবে, যেন পিতাদের হৃদয় সন্তানদের প্রতি, ও অনাজ্ঞাহবদের ধার্মিকদের বিজ্ঞতায় ফিরাতে পারে''* (১৭ক)। এখন, মালাখি ৪:৫-৬ পদে বলা হয়েছে, *"দেখ, সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসবার আগে আমি তোমাদের কাছে এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করব। সে সন্তানদের প্রতি পিতাদের হৃদয়, ও পিতাদের প্রতি সন্তানদের হৃদয় ফিরাবে; পাছে আমি এসে পৃথিবীকে অভিশাপে আঘাত করি।''* এখন এই কথা থেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, যোহন কি এলিয় ছিল? এর উত্তর হল: আক্ষরিক অর্থে *(literally)* যোহন যদিও এলিয় ছিল না, কিন্তু আলঙ্কারিক বা কল্পনাশ্রিত অর্থে *(figuratively)* যোহন এলিয় ছিল। কারণ, যোহনকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, *"আপনি কি এলিয়?''* তখন যোহন সত্য উত্তর দিয়ে বলেছিল, *"আমি নই''* (যোহন ১:২১)। কিন্তু অন্যদিকে, যীশু নিজে যোহনের বিষয় এমন কথা বলেছেন, *"যে এলিয়ের আগমন হবে, তিনি এই ব্যক্তি''* (মথি ১১:১৪; ১৭:১২; মার্ক ৯:১২-১৩)। এই যে পরস্পর-বিরোধী কথা আমাদের চোখে পড়ছে, তার সমাধান আমরা এখানে গাব্রিয়েলের কথা, তথা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, *"এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে গমন করবে।"* আমরা এলিয়ের মধ্যে যে সাহসিকতা দেখেছি (উদা: *"আমি ইজ্‌রায়েলের কাঁটা হইনি, কিন্তু আপনি (আহাব রাজা) ও আপনার পিতৃকুল,"* ১রাজা ১৮:১৮); যোহনের মধ্যে সেই একই সাহসিকতা আমাদের চোখে পড়ে (উদা: *"উহাকে (ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াস) রাখা আপনার (রাজা হেরোদ অ্যান্তিপাস) বিধেয় নয়,"* মথি ১৪:৪)।

এখন, এতো পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বর্ণনার দ্বারা ঈশ্বর যখন সখরিয়কে তার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র-সন্তানের জন্মের বিষয় প্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন, তখন সখরিয় কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ করেছিল।

খ। <u>ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি সখরিয়ের সন্দেহ</u>: ১৮ পদে বলা হয়েছে, *"তখন সখরিয় দূতকে বলল, কীসে ইহা জানব? কারণ আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অনেক বয়স হয়েছে।"* ঈশ্বর-ভক্ত, ধার্মিক সখরিয় ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে, তার বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে সেই প্রতিজ্ঞার বিচার করেছে। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে তাত্ত্বিক অর্থে বিশ্বাস করলেও, সেই বিশ্বাসের বাস্তব প্রয়োগ করতে গিয়ে সখরিয় নিষ্ঠুর বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারেনি। ফলস্বরূপ, ঈশ্বরের এমন মহান প্রতিজ্ঞার প্রতি সখরিয় সন্দেহ বা অবিশ্বাস করেছে।

এখন সখরিয় যে শাস্ত্র জানত না, তা নয়। শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ থেকে সে জানে, ঈশ্বর কীভাবে তাঁর সন্তানদের জীবনে বিভিন্ন অলৌকীক কাজ করেছেন। সখরিয় জানত যে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি নয়, যার বৃদ্ধ বয়সে বা যার স্ত্রীর বন্ধ্যত্ব মুক্ত করে ঈশ্বর সন্তান দিতে চলেছেন। অব্রাহাম ও সারা তাদের বৃদ্ধ বয়সে ইস্‌হাককে পেয়েছিল। ইস্‌হাক ও রিবিকাও দীর্ঘ দিন অপেক্ষার পর এষৌ ও যাকোবকে পেয়েছিল। আবার ইলকানা ও হান্না ঈশ্বরের নির্ধারিত সময়ে ও ঈশ্বরের পথে শমূয়েল ও অন্যান্য সন্তানদের পেয়েছিল। হ্যাঁ, এ সমস্ত বিষয়ই সখরিয়ের জানা ছিল। তথাপি, সে তাদের বার্ধক্য ও স্ত্রীর বন্ধ্যত্বকে বড় করে দেখেঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করেছিল। কোনও অজুহাতই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি সখরিয়ের এই অবিশ্বাসকে অস্বীকার করতে পারে না। দূতও তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, *"এতে তুমি বিশ্বাস করলে না"* (২০খ)। অব্রাহাম ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করার পর, সেই বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে চিহ্ন চেয়েছিল (আদি ১৫:৮); একইভাবে, গিদিয়োন বা রাজা হিষ্কীয় যে ঈশ্বরের কথায় অবিশ্বাস করেছিল, তা নয়, তারা তাঁর যে কথায় বিশ্বাস করেছিল, সেই বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে তারা চিহ্ন চেয়েছিল (বিচার ৬:৩৬-৪০; ২রাজা ২০:৮:১১)। কিন্তু সখরিয় এখানে ঈশ্বরের কথায় সরাসরি অবিশ্বাস করেছে। সে কেন এমন কাজ করেছিল? কারণ, ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরিবর্তে, সে তার নিজের ক্ষমতা ও সীমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল।

একই ভাবে, আমরা কী করতে পারি বা আমরা কী করতে পারি না, এ বিষয়কে যখন আমরা বেশি গুরুত্ব দিই, তখন ঈশ্বর কী করতে পারেন, তা আমরা ভুলে যাই। অনেক সময় আমরা দশমাংশের বিষয় আমাদের অক্ষমতার কথা বলে থাকি। কিন্তু আমরা কি একবারও চিন্তা করে দেখেছি, এ বিষয়ে আমার জন্য ঈশ্বর কী করতে পারেন? আমরা তাত্ত্বিক অর্থে তাঁর ক্ষমতায় বিশ্বাস করি, কিন্তু সেই বিশ্বাসের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা অবিশ্বাস করে থাকি। যীশু নিজে বলেছেন, *"যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মনও থাকবে"* (মথি ৬:২১)। আমরা কি আমাদের অর্থ বা ধনের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের আস্থা রেখেছি; না-কি, ধনই আমাদের ঈশ্বর?

গ। <u>সখরিয়ের অবিশ্বাসের পরিণাম</u>: ঈশ্বরের কথার প্রতি সখরিয় যে অবিশ্বাস করেছিল, তার জন্য সে শাস্তি পেতে বাধ্য। ঈশ্বরের দূত স্পষ্ট ভাষায় নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, *"আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার সঙ্গে কথা বলতে ও এই সমস্ত বিষয়ে সুসমাচার দিতে আমি প্রেরিত হয়েছি"* (১৯)। এই কথার দ্বারা, সখরিয় যাজকের অবিশ্বাসকে গাব্রিয়েলের নিশ্চয়তা দ্বারা খণ্ডণ করা হয়েছে। দূত নিজের কথা নয়, নিজের ইচ্ছাও নয়; কিন্তু ঈশ্বরের কথা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৌঁছে দিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এখন সখরিয় যেহেতু তার জিহ্বার ভুল ব্যবহারের দ্বারা অবিশ্বাসের প্রকাশ করেছে, সেইহেতু তার জিহ্বা শাস্তি পেতে চলেছে, তা নিস্তব্ধ থাকবে: *"এই সকল যে দিন ঘটবে, সেই দিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকবে,*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কথা বলতে পারবে না।'' সখরিয় যদিও মারাত্মক অপরাধ করেছিল, তথাপি ঈশ্বর তাঁর করুণায় তাকে চরম শাস্তি দেননি। সখরিয় কেবল সেই দিন পর্যন্ত কথা বলতে পারবে না, যে দিন তার সন্তানের নামকরণ করা হবে।

যাইহোক, অবিশ্বাস করার ফলস্বরূপ সখরিয় সেদিন যে সমস্ত আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, তা যেন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। সখরিয় যদি ঈশ্বরের কথার প্রতি অবিশ্বাস না করত, তাহলে সে কী কী আশীর্বাদ ভোগ করতে পারত, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। (১) সে সেই পবিত্র স্থান থেকে বাইরে বেরিয়ে লোকদের কাছে সেই দূতের দর্শণের বিষয় সবিস্তার বর্ণনা দিতে পারত, (২) প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবার আগে সে লোকদের কাছে তার বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বরের অলৌকীক কাজের বিষয় সাক্ষ্য দিতে পারত, (৩) সে বাড়ী ফিরে তার স্ত্রীকে সব থেকে আনন্দপূর্ণ সংবাদটি দিতে পারত।

বিশ্বাসী আমরাও যখন সন্দেহ বা অবিশ্বাস করি, (১) তখন আমরা আমাদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হই। ১যোহন ৫:১৩ পদে বলা হয়েছে, *''তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করছ, আমি তোমাদের এই সকল কথা লিখলাম, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।''* যোহন ৬:৪৭ পদে যীশু নিজে বলেছেন, *''সত্য, সত্য, আমি তোমাদের বলছি, যে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে।''* এই বিশ্বাস যেন কেবল তাত্ত্বিক বিশ্বাস না হয়, কিন্তু সমস্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে বাস্তব বিশ্বাস হয়। একইভাবে, (২) আমরা যখন অবিশ্বাস করি, তখন আমরা আত্মা-জয়ের আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হই। সন্দেহ, ভয়, অবিশ্বাস ও নেতিবাচক চিন্তা সুসমাচার প্রচার করা থেকে আমাদের মুখকে বিরত করে। একইভাবে, (৩) অবিশ্বাস আমাদের প্রার্থনাশীল জীবনকে স্তব্ধ করে দেয়। ঈশ্বর যে বিশ্বাসীর সমস্ত প্রার্থনার প্রতি ইতিবাচক উত্তর দেন, তা নয়; কিন্তু আমরা যখন তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করি, তখন তিনি অবশ্যই ইতিবাচক উত্তর দিয়ে থাকেন। কিন্তু অবিশ্বাস আমাদেরকে সেই প্রার্থনা থেকে দূরে রাখে। যখন আমরা সন্দেহ না করে বিশ্বাসে প্রার্থনা করি, তখন আমরা জানি যে সর্বজ্ঞ, সর্বোত্তম ও ধার্মিক ঈশ্বর আমাদের সমস্ত প্রার্থনা শোনেন, গ্রহণ করেন ও আমাদের জীবনের জন্য তাঁর ইচ্ছানুসারে উত্তর দিয়ে থাকেন।

সখরিয় যখন সন্তান চেয়ে প্রার্থনা করেছিল, তখন নিশ্চয়ই সে পূর্ণ বিশ্বাসে প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর যখন তাঁর মনোনীত সময়ে সেই প্রার্থনার উত্তর দিতে এগিয়ে এসেছিলেন, তখন বয়সের বার্ধক্য সখরিয়ের মনে সেই প্রার্থনার উত্তর লাভে সন্দেহ তৈরী করেছিল। এখন, পুত্র-সন্তানের জন্মের দ্বারা ঈশ্বর তাকে যে আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন (১৪ পদ), সখরিয় তার সন্দেহের দ্বারা তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিল। একইভাবে, সখরিয়, যোহন বাপ্তাইজক (মথি ১১:২-৩), পিতর বা থোমার মতো খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরাও অনেক সময় নিজেদের অক্ষমতাকে বড় করে দেখে, ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ করে থাকি। কিন্তু শাস্ত্রে তাদের সেই সমস্ত উদাহরণ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, সন্দেহ বা অবিশ্বাসের মধ্যে ক্রমশ জীবন যাপন কখনও উপকারী নয়। আমরা যখন বিভিন্ন সন্দেহের মুখোমুখী হই, তখন আমরা যেন সন্দেহের সাগরে ডুবে না যাই; পরিবর্তে, পরিত্রাণের নিশ্চয়তার উপর দাঁড়িয়ে, ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতা ও উত্তমতায় আস্থা রেখে তাঁতে আমাদের জীবনকে উপভোগ করি। যখন বিভিন্ন সন্দেহ আমাদের আক্রমণ করে, তখন আমাদের প্রয়োজন *পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ* গ্রহণ করা (ইফিষীয় ৬:১৭)। ঈশ্বর যে পরিত্রাণ আমাদের দিয়েছেন, তা চিরকালের জন্য; তাঁর হাত থেকে কেউ আমাদেরকে কেড়ে নিতে পারবে না (যোহন ১০:২৯), তাঁর প্রেম থেকে কেউ আমাদের পৃথক করতে পারবে না (রোমীয় ৮:৩৫-৩৯)। অন্যদিকে, পৃথিবীর মাটিতে আমরা যে তাড়না বা ক্লেশ ভোগ করি, তা আগামী প্রতাপের তুলনায় কিছুই নয় (রোমীয় ৮:১৮)। তাই, আসুন, সন্দেহ বা অবিশ্বাস নয়, কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com